GRRIPP
Gender Responsive
Resilience and Intersectionality in
Policy and Practice

মানবাধিকার এবং এর লঙ্ঘন নিরসনের অগ্রযাত্রা

ইন্টিগ্রেটেড এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (আইইডিএস)

নেত্রকোনা, বাংলাদেশ

প্রেক্ষাপট

নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্যের সূচনা তাদের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতা-পিতা কন্যাসন্তানকে মেনে নিতে চান না শুধুমাত্র একটি পুত্রসন্তানের আশা থেকে। সাম্প্রতিক গবেষণা সূত্রে দেখা যায় যে, মেয়েদের চাইতে ছেলেদের ক্ষেত্রে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও অন্যান্য মৌলিক অধিকারের সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলক বেশি। গ্রামীণ সমাজে অধিকাংশ মা-বাবাই তাদের পুত্রসন্তানকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করেন এবং একটি কন্যাসন্তানকে দায় হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। ধারণা করা হয় যে, বৃদ্ধ বয়সে পুত্রসন্তানই পিতা-মাতার দায়িত্ব নেবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে কন্যাসন্তানের বিয়ে সম্পন্ন করতে হবে কারণ শ্বশুরবাড়িই তার চূড়ান্ত গন্তব্য।

ফলস্বরূপ, অভিভাবকেরা তাদের মেয়েদের কিশোরী বয়স থেকেই বিয়ের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। বাড়িতে তাদের শেখানো হয় গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজকর্ম (যেমন- রান্নাবান্না, সেলাই ইত্যাদি)। অন্যদিকে, ছেলে সন্তানকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ছেলেরা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে নিজেদের বিকাশ ঘটাতে পারে।

উল্লেখিত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো নিচের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্ধারিত এলাকাগুলোতে নারী অধিকার ও তাদের সামগ্রিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন।

উদ্দেশ্যসমূহ

- নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ, আইনি অধিকার এবং নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশে নির্যাতনের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি।
- নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার প্রেক্ষিতে তাদের অধিকার সম্পর্কে গ্রামের স্থানীয় নেতাদের অবহিতকরণ ও সর্বোপরি সচেতনতা বৃদ্ধি।
- মানবাধিকার ও এর লঙ্ঘন সম্পর্কে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে তোলা।

নারী ও শিশুর অধিকার সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও এ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকল্পভুক্ত এলাকার বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সচেতনতামূলক বার্তাসহ চিত্রসমন্বিত রঙিন বিলবোর্ড স্থাপন এবং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধিকার লঙ্ঘন নিরসন।

প্রকল্প প্রচারের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করছেন মিসেস বাসন্তী রাণী সাহা - প্রধান শিক্ষক, গুজিরকোনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা এবং মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান - পর্যবেক্ষণ অফিস ২০২২।

কার্যাবলী

এ প্রকল্পটি মূলত এলাকায় নারী ও পুরুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং একইসাথে নারী ও শিশুদের জন্য নির্ধারিত আইনি অধিকার এবং তাদের প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধের ওপর দৃষ্টিপাত করে যা তিনদিন ব্যাপী দীর্ঘ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

এছাড়াও প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের অন্যতম লক্ষ্য ছিল শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে নির্যাতনের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিত করা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এ লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে গ্রাম নেতাদের সম্পৃক্ততায় "নির্যাতন ও সহিংসতা ক্ষেত্রে নারী ও শিশুর অধিকার" বিষয়ক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয় পাশাপাশি প্রকল্প দল ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি বৈঠকের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত যাবতীয় শিক্ষা উপকরণসমূহ স্থানীয় শিক্ষকদের মধ্যে সরবরাহের উদ্দেশ্যে কিছু প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও আয়োজন করা হয়।

পরিশেষে, প্রকল্পভুক্ত এলাকায় অবস্থিত উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬০,০০০ লিফলেট, ৭,০০০ পোস্টার ও ৫ টি বিলবোর্ড ব্যবহার করে তাদেরকে মানবাধিকার এবং এর লঙ্ঘন সম্পর্কে অবহিত করার প্রচেষ্টা করা হয়।

প্রভাব

প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, ভিডিওচিত্র প্রদর্শন, লিফলেট বিতরণ এবং পোস্টার ও বিলবোর্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে; যেখানে নারী ও শিশু অধিকার, পারিবারিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি, শিশুসুরক্ষা, যৌতুক, শিশুশ্রম এবং বাল্যবিবাহ এসকল প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা উপকরণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

বর্তমানে, উক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীগণ শিক্ষনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে নিজস্ব পরিবার, প্রতিবেশী,বন্ধু,নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিবর্গর ও আইইডিএস কর্মীদের সাথে আলোচনা ও অনুশীলন করে।

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অংশগ্রহণে চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রভাব প্রকল্প অঞ্চলের ভিতরে ও বাইরে উভয় দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রকল্প অঞ্চলের একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে এবং একইযোগে তাদের বাড়িতে শিক্ষক ও অভিভাবকের পারস্পরিক সহযোগিতার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ বা ভিডিওচিত্র প্রদর্শনের পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবাধিকার সম্পর্কিত মনোভাব ও আচরণ সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধিতে আইইডিএস সক্ষম হয়েছে।

এছাড়াও, আইইডিএস নির্ধারিত প্রকল্প এলাকায় ২৫ জন অসহায় নারীদের নিয়ে দুইমাস ব্যাপী একটি 'সেলাই প্রশিক্ষণ' কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই বর্তমানে তাদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য উপার্জনমূলক কার্যক্রম হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে সেলাইয়ের কাজ করতে সক্ষম। অর্থনৈতিক এই স্বাবলম্বিতা নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখে।

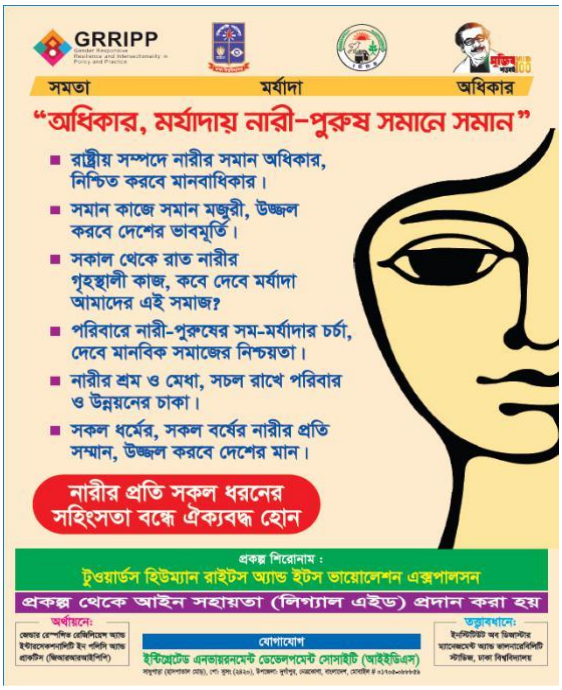

নারী ও বালিকাদের মানবাধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৈরিকৃত পোস্টার, এবং বাংলাদেশের দূর্গাপুর এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে পোস্টার প্রদর্শন।

'জেন্ডার রেসপন্সিভ রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড ইন্টারসেকশনালিটি ইন পলিসি অ্যান্ড প্র্যাক্টিস' একটি ইউকেআরআই যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প।